ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (২১নং অংশ)

মীমাংসা করানোর ফযীলত

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা নং ১৯ ও ২০ এর আলোকে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন পদ্ধতি এবং অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চমৎকার এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাসে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাশিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুস্পস্তবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই পুস্তিকায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্নেহ ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই ফলাফল।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
২৮ মুহাররম ১৪৩৯হিঃ/ ১৯ অক্টোবর ২০১৭ইং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
মীমাংসা করানোর ফযীলত	৩
নামায, রোযা ও সদকা থেকেও উত্তম আমল	৫
মীমাংসা করানোর পদ্ধতি	৮
মীমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা বলা	১১
রাগ এবং ক্ষোভের ক্ষয়ক্ষতি	১৪
মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করা কেমন?	১৮
মাদানী কাজ করার নিয়্যত	২১
সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার সময়	২২
সাপ্তাহিক ইজতিমার সময়সীমা	২৫
সকলের প্রিয় যিম্মাদার	২৭
ভালবাসা আনুগত্য করায়	২৯
পদ ফিরিয়ে নেয়াতে কি করা উচিৎ?	৩০
বিভিন্ন ভাষার অভিজ্ঞ প্রফেসর	৩১
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাদানী কাজ করুন	৩৩
পদ ফিরিয়ে নেয়াতে সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি	৩৪
চোর ও মদ্যপায়ীদের বয়কট করার আদেশ	৩৭
যদি চোরদের শাস্তি দেয়া না হয় তবে...?	৩৮
বিরুদ্ধাচারণ এবং মতানৈক্যে পার্থক্য	৩৯
বিরুদ্ধাচারণকারী দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা নয়	৪০
নাত পরিবেশনকারীদের কিরূপ হওয়া উচিৎ?	৪২
দূরে সরে যাওয়া ইসলামী ভাইদেরকে বুঝানো	৪৪
ওয়াকফের মাল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা	৪৫

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মীমাংসা করানোর ফযীলত

(অন্যান্য চমৎকার প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক তবুও এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার রাত এবং জুমার দিনে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, যে ব্যক্তি এরূপ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার শাফায়াতকারী ও স্বাক্ষী হবো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মীমাংসা করানোর ফযীলত

প্রশ্ন: মীমাংসা করিয়ে দেয়া কেমন? তাছাড়া মীমাংসা করানোর ফযীলতও বর্ণনা করুন।

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সালাত, ৩/১১১, হাদীস নং- ৩০৩৩।

উত্তরঃ মীমাংসা করানো আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমে মীমাংসা করানোর আদেশও ইরশাদ করেছেন। ২৬তম পারার সূরা হুজরাতের ৯নং আয়াতে **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি মুসলামানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করে, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করাও।

এই আয়াতে করীমার শানে নুযুল বর্ণনা করে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **খাযায়িনুল ইরফানে** বলেন: **"নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বরকতময় গাধাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনছার সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মজলিশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি করলেন। সেখানে বরকতময় গাধাটি প্রস্রাব করলে ইবনে উবাই (মুনাফিক) নাক বন্ধ করে নিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **"হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বরকতময় গাধার প্রস্রাব তোর মুশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময়।" **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর তাশরীফ নিয়ে চলে গেলেন। সেই দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো এবং উভয় গোত্র পরস্পর লড়তে শুরু করলো এবং

এক পর্যায়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেলো। তখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে ফিরে আসেন এবং উভয়ের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।" অনুরূপভাবে অপর এক স্থানে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপোষ-নিষ্পত্তি উত্তম, এবং অন্তর সমূহ লোভ-লিপ্সার ফাঁদে আটক রয়েছে।

অপর এক স্থানে মীমাংসার উৎসাহ প্রদান করে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং আপন দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং **আল্লাহ**কে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।

নামায, রোযা ও সদকা থেকেও উত্তম আমল

হাদীসে মুবারাকায় মীমাংসার করানোর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবে, **আল্লাহ পাক** তার কর্মকান্ড বিশুদ্ধ করে দিবেন এবং তাকে প্রতিটি বাক্য বলাতে একটি গোলাম

আযাদ করার সাওয়াব দান করা হবে আর যখন সে ফিরে আসবে তখন নিজের পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই ফিরবে।[১]

অপর এক হাদীসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের রোযা, নামায ও সদকার চেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে বলবো না? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অবশ্যই বলুন। ইরশাদ করলেন: সেই আমল হলো পরস্পর মতবিরোধীদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেয়া, কেননা মতবিরোধ কারীদের মাঝে হওয়া ফ্যাসাদ কল্যাণকে দূরীভূত করে দেয়।[২]

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনি কেন মুচকি হাসলেন? ইরশাদ করলেন: আমার দু'জন উম্মত **আল্লাহ পাকের** দরবারে দু'যানু হয়ে বসে পড়বে, একজন আরয করবে: **হে আল্লাহ**! এর কাছ থেকে আমাকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দাও। কেননা সে আমার প্রতি অত্যাচার করেছিলো। **আল্লাহ পাক** দাবীদারকে ইরশাদ করবেন: এখন এই বেচারা (অর্থাৎ যার উপর দাবী করা হয়েছে) কি আর করবে, তার কাছে তো কোন নেকী নেই। অত্যাচারিত (দাবীদার)

১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩/৩২১, হাদীস নং- ৯।
২. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি ইসলাহি যাতিল বাইন, ৪/৩৬৫, হাদীস নং- ৪৯১৯।

আরয করবে: "আমার গুনাহ তার দায়িত্বে দিয়ে দাও।" এতটুকু ইরশাদ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেঁদে দিলেন, ইরশাদ করলেন: সেই দিন খুবই মহান দিন হবে, কেননা তখন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) প্রত্যেকে এই বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকবে যে, তার বোঝা যেনো হালকা হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** অত্যাচারিতকে (অর্থাৎ দাবীদার) ইরশাদ করবেন: দেখ! তোমার সামনে কি? সে আরয করবে: **হে প্রতিপালক**! আমি আমার সামনে স্বর্ণের বড় শহর এবং বড় বড় প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি, যা মুক্তো দিয়ে সজ্জিত, এই শহর ও উন্নত প্রাসাদ কি কোন পয়গম্বর বা সিদ্দিক অথবা শহীদের জন্য? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: এগুলো তার জন্য, যে এর মূল্য পরিশোধ করবে। বান্দা আরয করবে: এর মূল্য কেইবা পরিশোধ করতে পারবে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তুমি পরিশোধ করতে পারবে। সে আরয করবে: কিভাবে? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: এভাবে যে, তুমি তোমার ভাইয়ের হক ক্ষমা করে দাও। বান্দা আরয করবে: **হে আল্লাহ**! আমি সব হক ক্ষমা করে দিলাম। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং উভয়ে একত্রে জান্নাতে চলে যাও। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো এবং সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিয়ে দাও, কেননা **আল্লাহ পাক**ও কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবেন।[১]

১. মুস্তাদরেক হাকেম, কিতাবুল আহওয়াল, ৫/৭৯৫, হাদীস নং- ৮৭৫৮।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসকল আয়াত ও বর্ণনা থেকে মীমাংসা করানোর গুরুত্ব এবং এর ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে জানা গেলো, সুতরাং যখন কোন মুসলমানের মাঝে মনোমালিন্য হয়ে যায় তবে তাদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে এই ফযীলত ও বরকত অর্জন করা উচিৎ। অনেক সময় শয়তান এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, তারা মীমাংসায় আসবেই না, সুতরাং তাদের বুঝানো বেকার। মনে রাখবেন! মুসলমানদের বুঝানো বেকার নয় বরং উপকারী, যেমনটি **খোদায়ে রহমানের** বাণী হলো:

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিআত, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর বুঝান! যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

মীমাংসা করানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন: মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই যদি কোন কারণে পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে তাদের মাঝে মীমাংসা কিভাবে করবে?

উত্তর: মুসলমানদের মাঝে লড়াই ঝগড়া করিয়ে তাদের পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা এবং ঘৃণা বৃদ্ধি করা এটা শয়তানের গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট। অনেক সময় শয়তান মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত নেকীর দাওয়াত প্রসারকারীদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে বিদ্বেষ ও হিংসার এমন দেওয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়, যা মীমাংসার মাধ্যমে ভেঙ্গে চুরমার করা খুবই কঠিন হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

মীমাংসা করানো ব্যক্তির উচিৎ, সে যেনো মীমাংসা করানোর পূর্বে **আল্লাহ পাকের** দরবারে সফলতার দোয়া করে, অতঃপর সেই দু'জনকে পৃথক পৃথকভাবে বসিয়ে তাদের অভিযোগ গুলো শুনে এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো লিখে রাখে। একজনের কথা শুনে কখনোই সিদ্ধান্ত নিবেন না, হতে পারে যার কথা সে শুনেছে সেই ভুলের মধ্যে রয়েছে, এতে আরেকজনের হক নষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উভয়ের কথা শুনার পর তাদের মীমাংসা করতে উৎসাহিত করুন এবং বুঝান যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবনি আমাদের জন্য অনন্য উদাহরণ। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কষ্ট প্রদানকারী বরং নিজের প্রাণের শত্রুদেরও ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ওয়াহ বে হিলম কেহ আপনা তো জিগর টুকড়ে হো,
ফির ভি ই'যায়ে সিতম গির কে রাওয়া দার নেহী।

আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা ছোট ছোট বিষয়ে আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে অসন্তুষ্ট হয়ে যাই, এতে পুরোপুরি ক্ষতি এবং শয়তানের আনন্দের মাধ্যম রয়েছে। পরস্পর বিবাদ ও অনৈক্যে বিরক্ত হয়ে অবশেষে উভয়ের মধ্যে কেউ একজন মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায়, নামায ছেড়ে দেয়া এবং অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি বদ মাযহাবীদের সহচর্য অবলম্বন করা এবং আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়ারও আশংকা থাকে, সুতরাং যদি মানবিক সত্তার কারণে

কারো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তবে তাকে তা ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ। নিঃসন্দেহে কোন অপরাধই ক্ষমার অযোগ্য নয়। যদি কোন মানুষের مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ!) কুফরও হয়ে যায় তবে তাও সত্যিকার তাওবা করাতে ক্ষমা হয়ে যায়। উভয়কে মীমাংসার ফযীলত এবং পরস্পরের মতানৈক্যের কারণে সৃষ্ট ঝগড়া বিবাদ, হিংসা বিদ্বেষ, গালাগালি, অযথা রাগ এবং ক্ষোভ ইত্যাদি দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতিকর দিকগুলো বর্ণনা করুন। প্রকাশ্য অবয়বকে সুন্নাতের আদলে সাজিয়ে নেয়া এবং সংশোধন হওয়ার পাশাপাশি নিজের বাতিনকেও সজ্জিত করা ও এর সংশোধন করার মানসিকতা দিন। উভয়ের রাগকে প্রশমিত করার জন্য তাদের এভাবে বুঝান যে, যদি তার কাছ থেকে আপনি কষ্ট পান তবে সেও আপনার কাছ থেকে কষ্ট পেয়েছে হয়তো। আমরা এই দুনিয়ায় একে অপরকে দুঃখ কষ্ট দেয়া এবং দূরত্ব সৃষ্টি করতে আসিনি বরং আমরা তো পরস্পর ঐক্য ও ভালবাসার মাধ্যমে জোড়া লাগাতে এসেছি, যেমন মাওলানা রোম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

তু বরায়ে ওয়াসাল করদন আ'মদি,
নে বরায়ে ফসল করদন আ'মদি।[১]

অর্থাৎ তুমি জোড়া লাগাতে এসেছো, জোড়া ভঙ্গ করতে আসোনি।

যদি আমরা আমাদের সারিতে একতা সৃষ্ট করি তবে খুবই উত্তম পদ্ধতিতে অধিকহারে দ্বীনের কাজ করতে পারবো।

১. মসনভী মৌলভী মা'নভী, ২/১৭৩।

www.dawateislami.net

পরস্পর ভালবাসা ও ঐক্য দ্বারা যে কাজ হতে পারে, তা একা করা যায় না। অতঃপর উভয়কে সামনাসামনি বসিয়ে তাদের মাঝে মীমাংসায় অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করে তাদেরকে পরস্পর মিলিয়ে দিন। যথাসম্ভব কোন পক্ষকেই অপরের বিরুদ্ধে কিছু বলতে দিবেন না, কেননা তালি উভয় হাতেই বাজে, যখন একজন বলবে তবে অপরজনও নিজের সাফাই গাইবে, এভাবে পরস্পর কথা কাটাকাটি হয়ে অনেক সময় জোড়া লাগতে লাগতে বিগড়ে যায় অতঃপর তাদের মাঝে মীমাংসা করানো খুবই কঠিন হয়ে যায়। পরস্পর অসন্তুষ্টি, মতানৈক্য ও অনৈক্য থেকে বিরত থাকুন, কেননা এর কারণে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মহান মাদানী কাজেও খুবই ক্ষতি সাধিত হয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নম্রতা অবলম্বন করা, একে অপরকে মানানো এবং রাজী করা বিবাদ থেকে নিজেকে বিরত রাখার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তু নরমি কো আপনা না ঝগড়ে মিটানা,
রাহেগা সদা খোশনুমা মাদানী মাহোল।
তু গুচ্ছে ঝটকনে সে বাঁচনা ওয়গর না,
ইয়ে বদ নাম হোগা তেরা মাদানী মাহোল।

মীমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা বলা

প্রশ্নঃ দু'জন মুসলমানের মাঝে মীমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা কেমন?

উত্তরঃ দু'জন মুসলমানের মাঝে মীমাংসা করানো এবং তাদেরকে একে অপরের নৈকট্যে আনতে মিথ্যা কথা বলা যাবে, যেমন; একজনের সামনে গিয়ে এভাবে বলা যে, সে তোমার সম্পর্কে ভাল ধারনা পোষণ করে, তোমার প্রশংসা করে বা সে তোমাকে সালাম বলেছে অতঃপর অনুরূপভাবে অপরের নিকট গিয়েও এরূপ মিথ্যা কথা বলে যাতে তাদের উভয়ের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা কমে যায় এবং মীমাংসা হয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি স্থান ছাড়া মিথ্যা বলা জায়িয নেই, স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে কোন কথা বলা, যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা বলা।[১]

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: তিনটি অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয, অর্থাৎ এতে গুনাহ নেই: প্রথম অবস্থা হলো, যুদ্ধের অবস্থায়, এখানে নিজের প্রতিপক্ষকে ধোকা দেয়া জায়িয, অনুরূপভাবে যখন অত্যাচারী অত্যাচার করতে চায় তখন তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যও জায়িয। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, দু'জন মুসলমানের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে এবং তাদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করতে চায়, যেমন; একজনের সামনে এরূপ বলে দিলো যে, সে তোমার সম্পর্কে ভাল ধারনা পোষণ করে,

১. তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭৭, হাদীস নং- ১৯৪৫।

www.dawateislami.net

তোমার প্রশংসা করতো বা সে তোমাকে সালাম দিয়েছে এবং অপরের নিকট গিয়েও এরূপ বলে দিলো, যাতে উভয়ের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা কমে যায় এবং মীমাংসা হয়ে যায়। তৃতীয় অবস্থা হলো, স্ত্রীকে খুশি করার জন্য এমন কোন কথা বলে দেয়া যা সত্য নয়।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পবিত্র শরীয়াতের মুসলমানের মাঝে পরস্পর একতা ও ঐক্য কিরূপ পছন্দ যে, তাদের মাঝে মীমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা বলারও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে মীমাংসা করানোর পরিবর্তে মিথ্যা কথা বলে মুসলমানদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করা হয়। যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে সামান্য কথাও বলে দেয়, তবে তার কথাকে আরো বাড়িয়ে **চুগলখোরী**[২] করে অন্যের নিকট বলা হয়, যাতে তাদের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠে এবং তারা একে অপর থেকে দূর হয়ে যায়। মনে রাখবেন! মুসলমানদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া করানো এবং তাদের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা শয়তানী কাজ। যেমনটি **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْؕ

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়।

১. বাহারে শরীয়াত, ৩/৫১৭, ১৬তম অংশ।

২. কারো কথাকে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট বলাকে চোগলখোরী বলা হয়। (ওমদাতুল ক্বারী, ২/৫৯৪, ২১৬নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

সুতরাং এই শয়তানি কাজ ছেড়ে দিয়ে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে একতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিৎ। তবে হ্যাঁ! যদি এই বিদ্বেষ ও ক্ষোভ এবং শত্রুতা ও মনোমালিন্য কোন বদ মাযহাবের সাথে হয়, তবে তাদের মীমাংসা করাবেন না, কেননা শরীয়াতে বদ মাযহাবীদের কাছ থেকে দূরে থাকারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি ক্ষোভ পোষণ করাও ওয়াজিব।

মুনকির কে লিয়ে নারে জাহান্নাম হে মুনাসিব,
জু আ'প সে জ্বলতা হে ওহ জ্বল জায়ে তো আচ্ছা।

রাগ এবং ক্ষোভের ক্ষয়ক্ষতি

প্রশ্নঃ রাগ করা এবং ক্ষোভ পোষণ করার ক্ষয়ক্ষতি বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে রাগ করা, মনে **ক্ষোভ**[১] পোষণ করা এবং মুসলমানের প্রতি **হিংসা**[২] করার অসংখ্য ক্ষতি রয়েছে। এই তিনটি একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিংসা হলো ক্ষোভের প্রতিফল আর ক্ষোভ হলো রাগের প্রতিফল, সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী। মনে রাখবেন! রাগ সত্তাগতভাবে

---

১. **ক্ষোভ হলো যে, মানুষ নিজের অন্তরে কাউকে বোঝা মনে করা, তার প্রতি শরীয়াত পরিপন্থিভাবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষন করা, ঘৃণা করা এবং এই অবস্থা সর্বদা বিরাজমান থাকা।**
(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুল গাদাবি ওয়াল হাকদি ওয়াল হাসদ, ৩/২২৩)

২. **কারো কোন দ্বীনি বা দুনিয়াবী নেয়ামত শেষ (অর্থাৎ তা ছিনিয়ে যাওয়া) হয়ে যাওয়ার আকাংখা করা বা এই আশা করা যেন অমুক ব্যক্তি এই নেয়ামত না পায়, এর নাম হলো হিংসা।** (হাদীকাতুন নদীয়া, আল খলকিল খামিস আশারা..., ১/৬০০)

www.dawateislami.net

ভালও নয় আবার খারাপও নয়। আসলে রাগের ভাল ও মন্দ হওয়া নির্ভর করে সময় ও সুযোগের ভাল ও মন্দ হওয়ার উপর। যদি উপযুক্ত সময়ে রাগ করা হয় এবং এর প্রভাব ভাল হিসেবে প্রকাশ পায় তবে এই রাগও ভাল বরং অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যকও এবং যদি অনুপযুক্ত সময়ে রাগ করা হয় এবং এর প্রভাব মন্দভাবে প্রকাশ পায় তবে এই রাগও মন্দ। অনেক সময় মানুষ অহেতুক রাগ করে অনেক সুশৃংখল কাজকে বিগড়ে দেয় আর অনেক সময় তো مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ!) রাগের বশবর্তী হয়ে **আল্লাহ পাকের** অকৃজ্ঞতা এবং কুফরী বাক্যও বলে নিজের ঈমান হারিয়ে বসে। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামে একটি এমন দরজা রয়েছে, যা দিয়ে তারাই প্রবেশ করবে, যাদের রাগ কোন গুনাহ সম্পাদন করার পরই প্রশমিত হয়।[১]

তবে! নিজের রাগের উপর নিয়ন্ত্রন রাখাতেই নিরাপত্তা। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বাহাদুর সে নয়, যে কাউকে আছাড় দিলো বরং বাহাদুর হলো সেই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারে।[২] নিজের রাগকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকার পরও ধৈর্য্য ধারনকারীর জন্য হাদীসে পাকে মহান সুসংবাদ রয়েছে। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাগ প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও রাগকে প্রশমিত করে

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ইখলাক, হরফুল গাইন, ৩য় অংশ, ২/২০৮, হাদীস নং-৭৭০৩।
২. বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবুল হাযরি মিনাল গদব, ৪/১৩০, হাদীস নং-৬১১৪।

রাখে, **আল্লাহ পাক** তার অন্তরে প্রশান্তি ও ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন।[১] আর যে ব্যক্তি নিজের রাগকে প্রশমিত করাতে অভ্যস্ত নয়, যে যখন কারো প্রতি রাগ প্রয়োগ করতে না পারে তখন সেই রাগ ভিতরে ভিতরে ক্ষোভের আকার ধারন করে নেয়, যার কারণে হিংসা এবং **শামাতত**[২] এর মতো বাতেনী (অপ্রকাশ্য) রোগ জন্ম নেয়, ক্ষোভ পোষণকারী সেই দূর্ভাগা ব্যক্তি, যার শবে বরাতের রাতেও (অর্থাৎ মুক্তি লাভের রাতেও) ক্ষমা হয় না, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শা'বানের ১৫তম রাতে **আল্লাহ পাক** তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মুশরিক এবং ক্ষোভ পোষণকারীদের ক্ষমা করা হয়না।[৩]

ক্ষোভ পোষণকারীরা এই পবিত্র রাতে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অপরের গোপন কথা প্রকাশ করে দোষ গোপন করা এবং মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার মহান ফযীলত থেকেও বঞ্চিত থাকে। অথচ আপন মুসলমান ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করা এবং তাদের দোষ গোপন করা খুবই ফযীলতপূর্ণ।

---

১. জামেউ সগীর, হরফুল মীম, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৯৭।

২. আপন যেকোন বংশীয় বা মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি বা তার উপর অর্পন হওয়া বিপদাপদ দেখে খুশি হওয়াকে শামাতত বলে। (হাদীকা নাদীয়া, ১/৬৩১)

৩. আল ইহসান, কিতাবুল হযর ওয়া আবাহাতি, ৭/৪৭০, হাদীস নং-৫৬৩৬।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, তার উপর অত্যাচার করে না আর তাকে অসহায় ছেড়ে দেয় না এবং যে আপন ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করে **আল্লাহ পাক** তার চাহিদা পূরণ করেন আর যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের কষ্টে তার কষ্ট দূর করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে তবে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাগ করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি নিজের অন্তরকে মুসলামনের প্রতি ক্ষোভ পোষণ করা থেকেও পবিত্র করে নিন, কেননা এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে উত্তম আচরণ করুন। তাদের আনন্দকে নিজের আনন্দ এবং তাদরে কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করুন, কেননা মুসলমান পরস্পর একই শরীরের ন্যায় হয়ে থাকে, যদি শরীরের কোন একটি অঙ্গে আঘাত হয় তবে পুরো শরীর সেই কষ্ট অনুভব করে, যেমনটি **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও নম্রতায় মুমিনের উদাহরণ একটি শরীরের ন্যায় হয়ে থাকে, কেননা যখন এর একটি

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, ১০৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৭৮।

অংশে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন অবশিষ্ট শরীরও জ্বর এবং নির্ঘুমের শিকার হয়ে যায়।[১]

মুবতলায়ে দরদ কোয়ি উযউ হো রোতি হে আঁখ,
কিস কদর হামদরদ সারে জিসম কি হোতী হে আঁখ।

মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করা কেমন?

প্রশ্নঃ মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং ঘৃণা বৃদ্ধি করা কেমন? তাছাড়া শত্রুতার কারণও বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা ও বৈরিতা সৃষ্টি করা, ঘৃণা প্রসার করা এবং তাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এরূপ লোককে **আল্লাহ পাক** পছন্দ করেন না। ২০তম পারা সূরা কাসাসের ৭৭ নং আয়াতে **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

(পারা ২০, সূরা কাসাস, আয়াত ৭৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর পৃথিবীতে অশান্তি চেও না। নিশ্চয় **আল্লাহ** অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।

মুসলমানের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং ঘৃণা প্রসার করার একটি কারণ হলো, অন্যের দোষ অন্বেষণ করে একে অপরের বদনাম করা। এতেও ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়, এরূপ ব্যক্তিকে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা করে **আল্লাহ পাকের**

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৮৬।

অসন্তুষ্টি এবং **তাঁর** আযাবকে ভয় করা উচিৎ, যেমনটি ১৮তম পারা সূরা নূরের ১৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌۙ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ঐসব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে-দুনিয়া ও আখিরাতে।

শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে অন্যের দোষ বর্ণনা করা এবং মানুষের মাঝে তাদের দূর্নাম করার কারণে যদি **আল্লাহ** না করুক আযাবের শিকার হয়ে যাই, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো সমান্য কষ্টও সহ্য করতে পারি না, তবে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব কিভাবে সহ্য করবো?

অনুরূপভাবে মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা প্রসারের একটি কারণ হলো, শরীয়াতের বিনা কারণে আলাদা গ্রুপ করা, তবে যদি কারো থেকে দূরত্ব বজায় রাখা বা পৃথক থাকার জন্য শরয়ী আদেশ হয় তবে তা ভিন্ন। যখন নিজে নিজে গ্রুপ বা বিশেষ আসর বানিয়ে নেয়া হয় তবে এর কারণেও একে অপরের বিরুদ্ধাচরন এবং পরস্পরের মাঝে ঘৃণা জন্ম নেয়, যার ফলে মুসলমানদের ভালবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না এবং দ্বীনের কাজেও ক্ষতি সাধিত হয়। যদি পরস্পরের মাঝে ঐক্য থাকে তবে আমরা নফস ও শয়তানের আক্রমন থেকে বেঁচে দ্বীনের কাজও অধিকহারে করতে পারবো, কেননা একতায়

www.dawateislami.net

বরকত ও নিরাপত্তা রয়েছে, এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা শুনুন: "একজন হাকীম তার মৃত্যুর সময় তার সন্তানদের অসিয়ত করে কয়েকটি লাঠি আনতে বললো, যখন তারা লাঠি নিয়ে আসলো, তখন তা একসাথে বেঁধে বললো: এই লাঠিগুলো ভাঙ্গো। সবাই লাঠিগুলো ভাঙ্গার চেষ্টা করলো, কিন্তু সফল হলো না। অতঃপর সে এই লাঠি গুলো আলাদা করলো এবং এক একটি লাঠি সবাইকে দিয়ে বললো: এবার এগুলো ভাঙ্গো। দেখতে দেখতেই সবাই লাঠিগুলো ভেঙ্গে ফেললো। হাকীম বললো: তোমাদের উদাহরণও এই লাঠির ন্যায়, যদি তোমরা আমার পর পরস্পর একতা ও মিলেমিশে থাকো তবে (এই একত্রে বাঁধা লাঠিগুলোর ন্যায় শক্তিশালী ও দৃঢ় থাকবে) শত্রুরা তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না আর যদি তোমরা একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাও তবে (এই পৃথক পৃথক হওয়া লাঠির মতো ভেঙ্গে যাবে এবং) তোমাদের শত্রুরা তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তোমাদের ধ্বংস করে দিবে।"[১]

মুসলমানদের মাঝে পরস্পর একতা সৃষ্টি করে ভালবাসা প্রসার করা এবং ঘৃণা দূর করা উচিৎ আর এমন প্রত্যেক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যা একে অপরের জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং কষ্টের কারণ হয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: মুসলমান হলো সেই, যার মুখ এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ আর

১. রুহুল বয়ান, ২৫ তম পারা, আশ শুরা, ১৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/২৯৬।

www.dawateislami.net

মুহাজির হলো সেই, যে মন্দ কাজ ছেড়ে দেয়।[১] সুতরাং আমাদের সার্বিকভাবে মুসলমানদের সম্মান ও মহত্ব এবং জান মালের সংরক্ষক হওয়া উচিৎ। যদি কেউ কষ্ট দেয় তবে এই কষ্টে ধৈর্য্যধারন করে প্রতিদান ও সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিৎ।

কোয়ি দুতকারে ইয়া ঝাড়ে বলকে মারে সবর কর
মত ঝগড়, মত বুড়বুড়া, পা আজর রব সে সবর কর।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

মাদানী কাজ করার সময় নিয়্যত

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করার সময় কি নিয়্যত করা উচিৎ?

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ হোক বা অন্য যেকোন নেক কাজ, এতে সাওয়াব অর্জনের জন্য অবস্থা অনুযায়ী ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله প্রত্যেক নিয়্যতের জন্য সাওয়াব অর্জিত হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।[২] এই হাদীসে পাকের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীসের উদ্দেশ্য এরূপ হলো যে, আমলের সাওয়াব নিয়্যতের উপরই, নিয়্যত ছাড়া কোন আমল

১. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুল ইন্তিহা আনিল মাআসী, ৪/২৪৩, হাদীস নং- ৬৪৮৪।
২. বুখারী, কিতাবু বাদায়িল ওহী, বাবু কাইফা কানা বাদায়িল ওহী..., ১/৬, হাদীস নং- ১।

www.dawateislami.net

সাওয়াবের অধিকারী হয়না।[১] সুতরাং প্রত্যেক জায়িয কাজ করার সময় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অবশ্যই নিয়্যত করে নেয়া উচিৎ, কেননা **আল্লাহ পাকের** দরবারে সেই আমলই কবুল হয়ে থাকে, যা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করার সময় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির পাশাপাশি অধিক সাওয়াব বৃদ্ধির জন্য আরো অনেক ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে, যেমন; নেকীর দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা, নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করা, মানুষকে নামাযী এবং সুন্নাতের অভ্যস্ত করা এবং ইসলামী শিক্ষাকে প্রসার করে মানুষে মধ্য থেকে অজ্ঞতা ও বদ মাযহাবী ইত্যাদি দূর করার নিয়্যত করা যেতে পারে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে একনিষ্ঠতার সহিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরে হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর এখলাস এয়্যসা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার সময়

প্রশ্নঃ অনেক যিম্মাদার ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক ইজতিমায় দেরী করে আসে এবং বলে যে, **"আমাকে এলাকার ইসলামী ভাইদেরকে সাথে নিয়ে আসতে হয়, যদি এলাকায় ইশার**

১. নুজহাতুল ক্বারী, ১/২২৭।

www.dawateislami.net

নামায না পড়ি তবে এলাকাবাসীদেরকে আনা কষ্টকর” তাদের এরূপ করা কেমন?

উত্তরঃ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ ইশার নামাযের পরপরই শুরু হয়ে যায়, সুতরাং সকল ইসলামী ভাই বিশেষকরে যিম্মাদারদের নির্দিষ্ট সময়ের অনুসরন করে ইশার নামায ইজতিমার মসজিদেই আদায় করা উচিৎ। (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাথমিক পর্যায়ে যখন বাবুল মদীনায় (করাচী) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হয়, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার অভ্যাস ছিলো যে, আসরের নামাযের পর ঘর থেকে বের হয়ে যেতাম এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বেই ইজতিমা স্থলে পৌঁছে যেতাম। তখন ইসলামী ভাইয়েরাও সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সময়মতই আসতো, অতঃপর ধীরে ধীরে অলসতা শুরু হয়ে গেলো, আর এখন তা একটি বড় অংশকে ঘিরে নিয়েছে।

তবে যিম্মাদার ইসলামী ভাইদের উচিৎ, তারা যেনো ইজতিমার দিন নিজের কাজকর্ম দ্রুত সেরে নিয়ে ইসলামী ভাইদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে যেনো সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে আসে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্নাতে

www.dawateislami.net

ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে অধিকহারে বরকত লাভ করে। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! ঘরে খুশির উৎসব বা অন্যান্য দুনিয়াবী কারণে কয়েকদিনের জন্য দোকান বন্ধ রাখা হয় কিন্তু নিজের কবর ও আখিরাতকে সজ্জিত করতে, ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জন করার জন্য কয়েকদিন দোকান বন্ধ করা তো দূরের কথা ইজতিমার দিনই কিছুক্ষণ আগে বন্ধ করে দেয়াও পছন্দ হয়না। আহ! যদি দোকানদার ইসলামী ভাইদের এই মানসিকতা হয়ে যায় যে, সে নিজের দোকানে একটি স্থায়ী বোর্ড লাগিয়ে এতে লিখে রাখবে যে, **"প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর ফয়যানে মদীনায়[১] দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে, সুতরাং বৃহস্পতিবার আসরের পরপরই দোকান বন্ধ হয়ে যায়।"** ইজতিমার জন্য দোকান দ্রুত বন্ধ করে দেয়াতে যদিওবা প্রকাশ্যভাবে দুনিয়াবী দিক থেকে কিছু টাকার ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু আখিরাতে এর উপকারীতাই উপকারীতা। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে অধিকহারে নেকী অর্জন এবং নিজের আখিরাতকে অনন্য বানানোর তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুছ নেকীয়াঁ কামালে জলদ আখিরাত বানালে,
কোয়ি নেহী ভরোসা এ্যয় ভাই! জীন্দেগী কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

---

১. এখানে নিজ নিজ এলাকা এবং শহরে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমার স্থানের নাম লিখে নিন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা মজলিশ)

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার সময়সীমা

প্রশ্নঃ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী অসংখ্য ইসলামী ভাই রাতে হালকার পর ফিরে যায়, এটাও বলুন যে, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শেষ কখন হয়? তাছাড়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার বরকতও বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইশার নামাযের পরপরই শুরু হয়ে পরদিন সকালে ইশরাক ও চাশতের নামাযের পর সালাত ও সালামের পরই শেষ হয়। সকল ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, তারা যেনো সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকত অর্জন করার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই অংশগ্রহণ করা। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার রুটিনে সারা রাত ইতিকাফও রয়েছে। ইজতিমায় সারা রাত ইতিকাফের বরকতে ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পাশাপাশি ফজরের নামাযও সহজেই জামাআত সহকারে আদায় করে সারা রাত ইবাদত করার সাওয়াব অর্জন করা যেতে পারে, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো যেনো সে অর্ধ রাত নামায পড়লো এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো যেনো সে সারা রাত নামায পড়লো।[১]

১. মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদেয়েস সালাত, ২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৯১।

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে ইজতিমায় সারা রাত ইতিকাফকারী সেই ইসলামী ভাই, যারা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চায়, তাদের জন্য আলাদা ভাবে আরাম করার ব্যবস্থা থাকে, যিম্মাদারগণ তাদের তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রেখে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা হয়, এরপর মাইক ছাড়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করারও সুযোগ হয় আর এটাও কবুলিয়তের সময় হয়ে থাকে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়ার আসমানে তাজাল্লী দান করেন এবং ইরশাদ করেন: আমিই হলাম মালিক, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার দোয়া কবুল করবো? কে আছে যে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দান করবো? কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমার সনদ দান করবো? এই আহবান ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[১]

পিছলি রাতেঁ রহমত রব দি করেঁ বুলন্দ আওয়াযাঁ,
বখশীশ মাঙ্গন ওয়ালিয়াঁ কারন খুলা হে দরওয়াজা।

১. মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া কসর, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৭৩।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসকল ফযীলত এবং বরকত অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন, নেক কাজের উপর আমল এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন, اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

সকলের প্রিয় যিম্মাদার

প্রশ্ন: কেমন যিম্মাদার ভাল এবং সকলের প্রিয় হয়ে থাকে?

উত্তর: (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ যেনো আমার মাদানী কাজের কারবার। যিম্মাদারগণ ও মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়েরা আমার সেলসম্যান। দোকানদারের সেই সেলসম্যানই পছন্দ, যে উপযুক্ত, পরিশ্রমি, সৎ এবং অধিক উপার্জন করে দেয়। পিতামাতাও সেই সন্তানকে ভালবাসে, যে বেশি উপার্জন করে আনে। অনুরূপভাবে আমারও সেই যিম্মাদার সবচেয়ে বেশি পছন্দ এবং প্রিয়, যে নেক ও পরহেযগার, **খোদাভীতি** ও **ইশকে রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কান্না করে, সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে। প্রতিদিন আখিরাতের ভাবনার মাধ্যমে

www.dawateislami.net

৭২টি নেকীর কাজ পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ যিম্মাদারের নিকট জমা করে, তাছাড়া প্রতিমাসে নিজেও নিয়মিত কাফেলায় সফর করে এবং ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর মাধ্যমে অন্যকেও কাফেলার মুসাফির বানায়। তাছাড়া সবার সাথে সমান সম্পর্ক রাখে, সময় দেয়, সদাচরন করে আর নিজের অধীনস্ত ইসলামী ভাইদের সাথে নম্র ও দয়াদ্র আচরন করে, এরূপ যিম্মাদার সকলের প্রিয় হয়ে থাকে। যেসকল যিম্মাদার খিটখিটে স্বভাবের, রাগী, রুক্ষ্ম মেজাজের এবং বুঝালে বিগড়ে যায়, পদলোভী এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশের বিরুদ্ধকারী হয় তবে এরূপ যিম্মাদার থেকে আমিও অসন্তুষ্ট, আমার শূরা এবং কাবীনাও অসন্তুষ্ট বরং যেসকল ইসলামী ভাইয়েরই তার সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে, তারাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। যিম্মাদারদের প্রবল কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়, এতই ভোলাবালা হওয়া উচিৎ নয় যে, অধীনস্ত ইসলামী ভাইদের অন্তরে তাদের কোন গুরুত্ব নেই আর এতই কঠোর হওয়া উচিৎ নয় যে, ইসলামী ভাইয়েরা তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে যে, "এতই মিষ্ট হয়ো না যে, লোকেরা তোমায় গিলে ফেলে আর এতই তিক্ত হয়োনা যে, লোকেরা তোমায় ছুড়ে ফেলে দেয়।"

হো আখলাক আচ্ছা, হো কিরদার সুতরা,
মুঝে মুত্তাকী তু বানানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

www.dawateislami.net

ভালবাসা আনুগত্য করায়

প্রশ্নঃ যিম্মাদারের এরূপ বলা বেড়ানো যে, **"আমাকে মান্য করেনা"** এটা কেমন?

উত্তরঃ যিম্মাদারদের এরূপ বলা যেনো নিজের বোকামীর ঘোষণা করা। এরূপ কথা বলার পূর্বে যিম্মাদারের অধিনস্ত ইসলামী ভাইদের না মানার কারণ এবং নিজের দূর্বলতার প্রতি ভাবা উচিৎ, কেনইবা তারা তাকে মান্য করছে না। যদি সে কথায় কথায় নিজের অধিনস্ত ইসলামী ভাইদের উপর রাগ প্রকাশ করে, ধমকায়, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করে, অধিনস্ত ইসলামী ভাইদের দুঃখ কষ্ট এবং আনন্দ শোকে অংশগ্রহণ না করে, অন্যকে নেক কাজের এবং কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দেয় এবং নিজে এর থেকে দূরে থাকে তবে এমতাবস্থায় অধিনস্ত ইসলামী ভাইদের অন্তরে এর ভালবাসা কিভাবে সৃষ্টি হবে এবং তারা তাতে মান্য কিভাবে করবে? কেননা ভালবাসাই হলো এমন একটি বিষয় যা আনুগত্য করতে বাধ্য করে। **"আমাকে মান্য করো, আমাকে মান্য করো"** বললে কেউ মান্য করবে না। আনুগত্য করানোর জন্য সুন্দর আচরন এবং অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হয়ে নিজের চরিত্রকে সুধরে নিতে হবে, যাতে প্রত্যেক অধিনস্ত ইসলামী ভাইয়ের অন্তর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। দেখুন! **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের আদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য করো **আল্লাহ**র এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের।

আল্লাহ পাকের মহান বাণীই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের জন্য যথেষ্ট ছিলো কিন্তু এরপরও **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন উন্নত আচরন করেছেন যে, সকল মানুষই আপনাআপনি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার আকর্ষণে মোহিত হয়ে গেলো। নিশ্চয় আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবন আমাদের জন্য অনন্য উপমা আর চলার পথের পাথেয়। যিম্মাদারদের উচিৎ, তারা যেনো ইলম ও আমলের অনুসারী হয় এবং নিজের আচরণ ও কথাবার্তাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে। নিজের অধিনস্ত ইসলামী ভাইয়ের সাথে নম্র ও সুন্দর আচরন করে এবং তাদের দুঃখ কষ্টে অংশগ্রহণ করে যাতে অধিনস্ত ইসলামী ভাইয়ের অন্তরে তার ভালবাসা সৃষ্টি হয় আর তারা তাকে মান্য করতে বাধ্য হয়ে যায়।

পদ ফিরিয়ে নেয়াতে কি করা উচিৎ?

প্রশ্নঃ পদ ফিরিয়ে নেয়াতে একজন যিম্মাদারের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ যদি কোন যিম্মাদার থেকে পদ ফিরিয়ে নেয়া হয় তবে তার উচিৎ যে, অন্তরে কষ্ট না এনে পদ থেকে অপসারিত হয়ে

www.dawateislami.net

পূর্বের ন্যায় মাদানী কাজে লিপ্ত থাকা। মনে রাখবেন! পদ দিয়ে কারো বিশ্বস্ততা যাচাই করা যায় না বরং পদ ফিরিয়ে নিয়েই যাচাই করা যায়। যার থেকে পদ ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে তা আসলে তার জন্য পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য সাবেক যিম্মাদারের উচিৎ যে, যেভাবে পূর্বে মাদানী কাজ করতো এখনো সেইভাবেই মাদানী কাজ করে নতুন যিম্মাদারের আনুগত্য করা এবং কখনোই এরূপ অভিযোগ করবে না যে, আমার থেকে কেনো যিম্মাদারী ফিরিয়ে নেয়া হলো? কেননা কাউকে যিম্মাদারী দেয়ার সময় এই গ্যারান্টি তো দেয়া হয়না যে, **"এখন থেকে সারা জীবন আপনিই যিম্মাদার থাকবেন।"** এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত আগের মতোই কাজ করে যাওয়াই হলো আনুগত্য। যদি কোন যিম্মাদার এরূপ না করে বরং বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে দেয় বা মাদানী কাজ ছেড়ে দেয় তবে তা বিশ্বস্ততার মূলনীতির পরিপন্থি। যখন পদ ফিরিয়ে নেয়া হয় তখন ভিতরের অবস্থা প্রকাশ পায় যে, কে কতটা বিশ্বস্ত এবং একনিষ্ঠ, এপ্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা উপস্থাপন করছি।

বিভিন্ন ভাষার অভিজ্ঞ প্রফেসর

একটি দেশের বাদশা সাহিত্যিকদের অতিশয় প্রশংসাকারী ছিলো। তার সম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা জানা একজন অভিজ্ঞ প্রফেসর এলো এবং সে বাদশাকে বললো: আমি অনেক ভাষা জানি এবং

www.dawateislami.net

আপনার দেশের সব সাহিত্যিককে চ্যালেঞ্জ করছি যে, কেউ আমার মাতৃভাষা কি বলুক। বাদশা বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের ডাকলো। সবাই এক জায়গায় একত্র হলো এবং বাকযুদ্ধ শুরু হলো। সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ একজন এলো, উভয়ের মাঝে পরস্পর আরবীতে কথোপকথন হলো। উভয়ের কথা শেষ হলে অফিসারের আরবী ভাষায় পান্ডিত্যে প্রভাবিত হয়ে এই আরবীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বললো: তোমার মাতৃভাষা হলো আরবী। অফিসার উত্তরে বললো: জি না। অতঃপর ইংরেজিতে অভিজ্ঞ একজন এলো, সেও অফিসারের সাথে ইংরেজিতে কথোপকথন করার পর বললো: তোমার মাতৃভাষা ইংরেজি। অফিসারে পূর্বের ন্যায় না সূচক মাথা নাড়লো। অনুরূপভাবে একে একে সাহিত্যিকগন আসতে লাগলো, যে যেই ভাষায় কথা বলতো, তাতে অফিসারটির পান্ডিত্য দেখে এটাই মনে হতো যে, এটাই তার মাতৃভাষা। কিন্তু অফিসার প্রত্যেককেই না সূচক উত্তর দিতে থাকে, একপর্যায়ে কেউ তার মাতৃভাষা কি জানতে পারলো না। একজন সাহিত্যিক বাদশাহকে বললো: আমাকে তিনদিনের সুযোগ দিন আমি তার মাতৃভাষা কি জেনে নিবো। সুতরাং তাকে তিনদিনের সময় দেয়া হলো। দুইদিন তো তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারেনি। ঘটনাক্রমে তৃতীয়দিন অফিসার সাহেব ছাদ থেকে সিড়ি দিয়ে নিচে নামছিলো, সেও (সাহিত্যিক) দ্রুত নিচের দিকে নামার সময় অফিসারের সাথে ধাক্কা লেগে গেলো আর অফিসার নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে নিচে গিয়ে পড়লো এবং ধাক্কা

www.dawateislami.net

দেয়া ব্যক্তিকে বকাবকি করতে লাগলো। উত্তরে সেই সাহিত্যিক মুচকি হেঁসে বললো: অফিসার সাহেব আমি আপনার মাতৃভাষা জেনে গেছি। যেই ভাষায় আপনি বকাবকি করছিলেন তাই হলো আপনার মাতৃভাষা। অতঃপর অফিসার মাথা নত করে স্বীকার করলো যে, আসলেই এটি আমার মাতৃভাষা। এরপর উভয়ে বাদশাহর নিকট উপস্থিত হলো। সেই ব্যক্তি অফিসার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললো: আমি দুইদিন আপনার মাতৃভাষা জানতে পারিনি, তৃতীয়দিন আমার মনে পড়লো যে, যখন কারো ধাক্কা লাগে তখন তার ভিতরের অবস্থা প্রকাশ পায়, যার কারণে আমি এই পন্থা অবলম্বন করেছি।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাদানী কাজ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যতক্ষণ পর্যন্ত এই অফিসারের ধাক্কা লাগেনি ততক্ষণ পর্যন্ত তার গোপনীয়তা প্রকাশ পায়নি, কিন্তু যখনই ধাক্কা লাগলো, তখন তার ভিতরের লুকানো বিষয় বের হয়ে এলো। অনুরূপভাবে অনেক যিম্মাদার এরূপ রয়েছে, যতক্ষণ মাদানী মারকায তাদের পিঠে চাপড় দিতে থাকে, তাদের যিম্মাদারী বহাল থাকে তবে মাদানী মারকাযের অনুগত থেকে মাদানী কাজ করতে থাকে, কিন্তু যখনই যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায় তখন অভিযোগ ও অনুযোগ করে বিরুধীতা করতে শুরু করে এবং নিজের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে থাকে যে, আমাকে বিনা কারণে যিম্মাদারী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি তো এত কাজ একা করেছিলাম, এতগুলো দিতাম, আমি

www.dawateislami.net

এতগুলো কাফেলায় সফর করেছি, আমি এই বছর এতগুলো চামড়া সংগ্রহ করেছি এবং এতটাকা ফিতরা জমা করেছি, অমুক যিম্মাদার আমার বয়ানে প্রভাবিত হয়ে মাদানী পরিবেশে এসেছে, অমুক এলাকায় আমিই মাদানী কাজ শুরু করেছিলাম। এখন একটুকুতেই যথেষ্ট নয় বরং নিজের যিম্মাদার এবং মজলিশের বিরুদ্ধেও কথা বলতে থাকে। যদি আপনি এই কাজ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্যই করতেন তবে পদ ছাড়াও এই কাজ করা যায়, সুতরাং নফস ও শয়তানের এই আক্রমনকে বিফল করে দিয়ে পদের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মাদানী কাজ করুন। যদি কারো থেকে কোন যিম্মাদারী ফিরিয়ে নেয়া হয় তবু তার বিশ্বস্ততার সহিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে থাকা উচিৎ।

বানাদেয় মুঝে এক দর কা বানাদেয়,
মে হার দম রাহোঁ বাওয়াফা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

পদ ফিরিয়ে নেয়াতে সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি

প্রশ্নঃ পদ ফিরিয়ে নেয়াতে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কর্মপদ্ধতি কেমন ছিলো?

উত্তরঃ আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দৃষ্টি সর্বদা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিই ছিলো, তাঁরা যে কাজই করুক না কেনো শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই করতো, দুনিয়াবী প্রসিদ্ধি এবং পদ ইত্যাদি অর্জন কখনোই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না, এই কারণেই যদি তাঁদের কাছ থেকে পদ ফিরিয়ে

www.dawateislami.net

নেয়া হতো তবে তাঁরা সানন্দেই এতে সন্তুষ্ট থাকতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি **"আশারায়ে মুবাশশারা"** অর্থাৎ দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তাঁকে প্রিয় নবী **"আমিনুল উম্মত"** (অর্থাৎ উম্মতের আমানতদার) এই সুন্দর উপাধী দান করেন।[১] আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের যুগে তিনি ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বড় বড় সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পরামর্শে হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্থানে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। যখন এই সংবাদ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জানতে পারলেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বয়ং নিজের পদচ্যুতি এবং হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিযুক্তির সংবাদ মুসলমানদের জানান।[২]

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **"সাইফুল্লাহ"** উপাধী দান করেছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতই প্রবলভাবে যুদ্ধ করতেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর শত্রুরা নিজের পরাজয়ই দেখতো। "আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর

১. আল আসবাতু, হরফুল আইনিল মাহমুলাতি, আমের বিন ওবাইদা বিন জাররাহ, ৩/৪৭৫।
২. ফুতুহুশ শাম, ১/২২-২৪।

www.dawateislami.net

খেলাফতকালে যখন তাঁর স্থলে হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সিরিয়ার সেনাপতি নিযুক্ত করলেন তখন এই নতুন নিযুক্তির এই চিঠি যুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কৌশল অবলম্বন করে তা প্রকাশ করলেন না, যখন যুদ্ধ শেষ হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিজের পদচ্যুতি এবং হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিযুক্তি সম্পর্কে জানলেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সানন্দে তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন: আপনি আমাকে তা অবহিত করেননি কেন? পদ আপনার নিকট ছিলো, এরপরও আপনি আমার পেছনে নামায পড়ছিলেন![১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কিরূপ মাদানী মানসিকতা ছিলো যে, যদি তাঁদের কাছ থেকে পদ ফিরিয়ে নেয়া হতো তবে সানন্দে তা থেকে অব্যাহতি নিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতেন। **আল্লাহ পাক** এই মহাত্মাদের সদকায় আমাদের আমলে একনিষ্ঠতা দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১. আর রিয়াযুন নাদারা, আল ফসলুস সামিন, ২/৩৫৩।

চোর ও মদ্যপায়ীদের বয়কট করার আদেশ

প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি চুরি করতে বা মদপান করার সময় ধরা খেয়ে যায়, তবে তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার কার? তাছাড়া সাধারন মানুষের জন্য নির্দেশ কি?

উত্তরঃ যদি কোন ব্যক্তিকে চুরি করতে, মদপান করতে বা অন্য কোন গুনাহে লিপ্ত দেখেন তবে "اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ" অর্থাৎ নেকীর আদেশ এবং গুনাহ থেকে নিষেধ করা"র দায়িত্ব পালন করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করুন। যদি হাত বা মুখ দ্বারা বাধা দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে তবে কমপক্ষে মনে মনে এই কাজতে মন্দ জানবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখো, তবে তার উচিৎ যে, সেই মন্দকে নিজের হাতে পরিবর্তন করা এবং যে নিজের হাতে পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখেনা তার উচিৎ যে, নিজের মুখ দ্বারা পরিবর্তন করা এবং যে নিজের মুখ দ্বারাও পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখেনা, তার উচিৎ যে নিজের অন্তরে মন্দ জানা এবং এটা দূর্বল ঈমানের নিদর্শন।[১]

পবিত্র শরীয়াতে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেয়া আর চুরির সব শর্ত পাওয়া গেলে এবং মদ্যপায়ীকে আশিটি চাবুক মারার আদেশ রয়েছে কিন্তু এই শাস্তি দেয়ার অধিকার সবার নেই বরং এই শাস্তি দেয়া ইসলামী শাসকের কাজ। বর্তমানে

১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানু নাহই আনিল মুনকার.., ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৭।

www.dawateislami.net

ইসলামী সম্রাজ্য না থাকার কারণে এই শাস্তি দেয়া যাবে না। বর্তমানে এই অপরাধ নির্মূলের জন্য এর বিধান বর্ণনা করে ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি ইসলামী শাসন থাকতো তবে চোরের হাত কেটে দেয়া হতো এবং মদ্যপায়ীকে আশিটি চাবুক মারা হতো। বর্তমান অবস্থায় এর জন্য এই বিধান যে, মুসলমানরা তাকে বয়কট করবে, তার সাথে খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা এবং কোন ধরনের ইসলামী সম্পর্ক রাখবে না, যতক্ষণ না সেই লোক তাওবা করে নিজের এই অপকর্ম থেকে বিরত হবে না। যদি মুসলমান এরূপ না করে তবে তারাও গুনাহগার হবে।[১]

যদি চোরদের শাস্তি দেয়া না হয় তবে...?

প্রশ্ন: যদি চোরদের শাস্তি দেয়া না হয়, তবে তারা চুরি করা বৃদ্ধি করবে, অনুগ্রহ পূর্বক! তা রোধ করার কোন সমাধান বলুন।

উত্তর: চোরদেরকে সাধারন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে কোন শাস্তি দিলে তবে এতে ফিতনা ফ্যাসাদ জন্ম নিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে চোরদের রোধ করার জন্য একটি পদ্ধতি রয়েছে যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা ইত্যাদি সবকিছু বর্জন করে দেয়া, যাতে তারা নিজের এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। যদি তারা এরপরও বিরত না হয় তবে তাদের জন্য আরো একটি উপায়

১. আনওয়ারুল হাদীস, ৩৯২ পৃষ্ঠা।

হলো যে, যদি চুরি করার সময় ধরা খেলে তবে তাদেরকে সাথেসাথেই পুলিশে দিয়ে দেয়া। তখন যদি সে লাখো হাত জোড় করে, পায়ে ধরে এবং মিনতি করে তবুও তাদের না ছাড়া। যদিওবা তারা কিছুদিন পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু জেলে যাওয়ার কারণে পরিবার, বংশ এবং এলাকায় হওয়া দূর্নাম ও অপমান এবং অপদস্ততাকে স্মরন করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা অবশ্যই করবে।

বিরুদ্ধাচারণ এবং মতানৈক্যে পার্থক্য

প্রশ্নঃ বিরুদ্ধাচারণ এবং মতানৈক্যে পার্থক্য কি? তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে কি মতানৈক্যের অনুমতি রয়েছে?

উত্তরঃ বিরুদ্ধাচারণ হলো যে, কাউকে ছোট করার জন্য বিনা দলিলে তার প্রতিটি কথার বিপরীত করা, তার সমালোচনা করা এবং তার আদেশ মানার পরিবর্তে মানুষকে তার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়া, তা কারোই অনুমতি নেই আর মতানৈক্য হলো যে, দলিল সহকারে সংশোধনের নিয়্যতে কারো সাথে তার স্বভাব বিরুদ্ধ কথা বলা। মতানৈক্য পোষণ করা প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে কেননা মতানৈক্যের উদ্দেশ্যই হলো সংশোধন এবং মঙ্গল কামনা করা, তাই মতানৈক্যে কোন সমস্যা নেই। (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আমাদের মাশওয়ারায় (পরামর্শ সভায়) মতানৈক্য হয়ে থাকে যে, এভাবে নয় এভাবে করা উচিৎ এবং এমন নয়

www.dawateislami.net

এমন হওয়া উচিৎ ইত্যাদি। কখনো শূরাদের কথা আমার বুঝে এসে যায় তখন আমি তাদের কথা মেনে নিয়ে নিজের কথা ফিরিয়ে নিই এবং কখনো আমার কথা তাদের বুঝে এসে যায় তখন তারা নিজেদের কথা ফিরিয়ে নেয়। মতানৈক্য এবং বিরুদ্ধাচারণে পার্থক্য করা আবশ্যক।

বিরুদ্ধাচারণকারী দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা নয়

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শুরার বিরুদ্ধাচারণ কারীর বাইয়াত কি ভঙ্গ হয়ে যায়, নাকি হয়না?

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার বিরুদ্ধাচারণ কারীর বাইয়াত তো ভঙ্গ হয় না তবে এরূপ ব্যক্তি **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা নয়। (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) মারকাযি মজলিশে শূরা বা এর যেকোন সদস্যের বিরুদ্ধাচারণ কারী যদিও পাগড়ী পরিধান করে, যতই গুণের অধিকারী হোক, নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা বলুক এবং বলাক না কোন এরূপ ব্যক্তির প্রতি আমি খুবই অসন্তুষ্ট, তার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে কোন সম্পর্কই নেই। মারকাযী মজলিশে শুরা اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার বানানো মজলিশ, যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজকে দুনিয়া জুড়ে প্রসার করছে। এর বিরুদ্ধাচারণকারী পরোক্ষভাবে দ্বীন ইসলামের মহান সংগঠনের ক্ষতি করছে, কেননা যখন মানুষ তার প্রতি বিরক্ত হবে তখন তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

www.dawateislami.net

মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হতে সংকোচ করবে এবং এভাবে তারা নিজের সংশোধন থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে।

অনেক সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশের বিরুদ্ধাচারণও করে কিন্তু নিজের সম্মান ও সম্ভ্রম ঠিক রাখার জন্য নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাও বলে থাকে। এরূপ লোকদের উচিৎ, তারা যেনো নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা বলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের ক্ষতি সাধন না করে। মারকাযী মজলিশে শূরা এবং অন্যান্য মজলিশের বিরুদ্ধাচারণকারী কখনোই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কল্যাণকামি হতে পারে না, সুতরাং এরূপ লোকদের সহচর্য থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ, এমন যেনো না হয় যে, তাদের সহচর্যের কারণে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মহান মাদানী পরিবেশ হাত থেকে ছুটে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং ফিরিশতারা ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নয়। ভুল সবারই হতে পারে, মারকাযি মজলিশে শূরার সদস্যদেরও হতে পারে, তারাও নিজের সংশোধনের অমুখাপেক্ষী নয়, সুতরাং যদি তাদের কোন ভুল হয়ে যায় তবে আপনি সুন্দরভাবে তাদের সংশোধন করুন, اِنْ شَآءَ الله আপনি তাদের কৃতজ্ঞতার সহিত মান্যকারী হিসেবে পাবেন।

নাত পরিবেশনকারীদের কিরূপ হওয়া উচিৎ?

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর নাত পরিবেশনকারীদের কিরূপ হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর নাত পরিবেশনকারীদের মরহুম নিগরানে শূরা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো হওয়া উচিৎ। তিনি সেরা নাত পরিবেশনকারী হওয়ার পাশাপাশি অনন্য মুবাল্লিগও ছিলেন, তিনি অন্তত লাখো মানুষকে প্রভাবিত করেছেন। প্রত্যেক নাত পরিবেশনকারীকে হাজী মুহাম্মদ মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় মুবাল্লিগ হওয়ার পাশাপাশি ৭২টি নেকীর কাজ পুস্তিকার উপর আমলকারী, কাফেলায় সফরকারী এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাড়া জাগানোকারী হওয়া উচিৎ। নাত পরিবেশন কারীদের উচিৎ, ধনী গরীবের পার্থক্য না করে যেখানেই দাওয়াত দেয়, ছোট মাহফিল হোক বা বড়, ইকো সাউন্ড হোক বা না হোক, শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্যই নাত পরিবশেন করা। এমন যেনো না হয় যে, ধনীরা ডাকলে উড়তে উড়তে যাবেন আর গরীবরা ডাকলে তখন গলাই বসে যাবে।

কিছু কিছু নাত পরিবশেনকারী বিদেশে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে, তারা নিজের সত্তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এত দূরে যাওয়ার জন্য কোন প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করছে? দুনিয়ার লোভ, ডলার এবং পাউন্ডের আকর্ষণ টানছে নাতো? অনুরূপভাবে

আন্তর্জাতিক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বা বড় রাতে অনুষ্ঠিত নাত মাহফিলে নাত বা সালাত ও সালাম পাঠ করার চেষ্টা করতে থাকা, সুযোগ পেলে অনেকক্ষণ পাঠ করতে থাকা, প্রকাশ্যভাবে এতে একনিষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। যদি **আল্লাহ** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে এই সুযোগ গুলো ছাড়াও অর্জন করা যেতে পারে। যাইহোক! প্রত্যেক নাত পরিবেশনকারীরা যে এমনই, তা কিন্তু নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ভাল এবং একনিষ্ট নাত পরিবেশনকারীও রয়েছে, যারা বিনা দ্বিধা ও লালসায় নাত পাঠ করে এবং **খোদাভীতি** ও **ইশকে রাসূলে** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাঁদে ও কাঁদায়।[১]

নাত পরিবেশনকারী ইসলামী ভাইদের উচিৎ, হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিজের আদর্শ (Ideal) বানানো এবং নাত পরিবেশেন করার পাশাপাশি মাদানী কাজেও সাড়া জাগানো। মনে রাখবেন! সম্মান ও মহত্ব শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর দ্বারাই পাওয়া যায়না এবং হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরও সম্মান ও মহত্ব শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর দ্বারাই অর্জিত হয়নি বরং আমার সুধারণা যে, ভাল

১. **এসম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **এর রিসালা "নাত পরিবশেকারী ও হাদীয়া" অধ্যয়ন করুন।** (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

www.dawateislami.net

কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি তাঁর একনিষ্টতার ধরন, দ্বীনের প্রতি দরদ এবং চিন্তা ও অনুভুতি ছিলো, যার ফলে তার প্রসিদ্ধি এবং সর্বসাধারনের গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়।[১]

শাহা আত্তার কা পেয়ারা হে ইয়ে মুশতাক আত্তারী,
এহি মুসদা ইসে তুম ভি সুনা দো ইয়া রাসূলাল্লাহ!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

দূরে সরে যাওয়া ইসলামী ভাইদেরকে বুঝানো

প্রশ্নঃ যেসকল ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে গেছে তাদের কিভাবে আবারো সম্পৃক্ত করা যায়?

উত্তরঃ যেসকল ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে গেছে, তাদেরকে বারবার বুঝান, যতক্ষন না তারা আবারো মাদানী কাজে সক্রিয় হয়ে না যায়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরা **১৯**টি পয়েন্ট সম্বলিত একটি লিফলেট প্রকাশ করেছে, যা সকল মাদানী পরামর্শ সভায় তিলাওয়াতের পর পাঠ করে শুনাতে হয়। এতে একটি পয়েন্ট এটাও রয়েছে যে, "এমন ইসলামী ভাইদের

---

১. **সানাখানে নবীয়ে মকবুল, বুলবুলে রওযায়ে রাসূল, মাদ্দাহে সাহাবা ও আলে বাতুল, গুলযারে আত্তারের সুবাশিত ফুল, মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী আলহাজ্ব ক্বারী আবু উবাইদ মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য "আত্তার কা পেয়ারা" কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।** (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

www.dawateislami.net

খুঁজে বের করুন, যারা পূর্বে আসতো কিন্তু এখন আসে না, সপ্তাহে কমপক্ষে একজন বিচ্যুত হয়ে যাওয়া ইসলামী ভাইকে আবারো মাদানী পরিবেশে অবশ্যই সম্পৃক্ত করুন।" (এখানে তারা উদ্দেশ্য নয়, যাদের উপর সাংগঠনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে) যখন আপনি এরূপ ইসলামী ভাইয়ের নিকট বারবার গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন এবং তাদের বুঝাবেন তখন اِنْ شَآءَ الله আপনার বুঝানো অবশ্যই উপকার দিবে আর তারা আবারো মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে, কেননা কোরআনে পাকে **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা: ২৭, সূরা: যারিয়াত, আয়াত: ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর বুঝান! যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী কাজ বৃদ্ধির জন্য যেমনিভাবে অন্যান্য মজলিশ গঠন করেছে, ঠিক তেমনি ই কাজকে সুচারু রুপে করার জন্য **"ভালবাসা বৃদ্ধিকরণ মজলিশ"**ও গঠন রেছে, এর সাথে সহযোগিতা করে অসংখ্য বরকত অর্জন করুন।

ওয়াকফের মাল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন: যিম্মাদারগণ ওয়াকফের ফোন বা স্টেশনারী ব্যবহার করতে পারবে কি না?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ যিম্মাদারগণ ওয়াফের ফোন বা অন্যান্য জিনিস নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। যদি কেউ ওয়াকফের জিনিস নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক হবে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেনঃ ওয়াকফে নিজস্ব ব্যবহার হারাম।[১] ওয়াকফের জিনিস সাংগঠনিক কাজের জন্য রাখা হয়, সুতরাং শুধুমাত্র সাংগঠনিক কাজের জন্য তা ব্যবহার করুন।

ওযাকফের মাল অন্যায়ভাবে ব্যবহার কারীদের জন্য হাদীসে মুবারাকায় কঠোর শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ কিছু লোক **আল্লাহ**র মাল অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।[২] অপর এক হাদীসে পাকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ অনেক লোক **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মাল থেকে তাদের যা ইচ্ছা নিজের ব্যবহারে নিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে দোযখের আগুন।[৩]

❀❀❀

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/১৬২।
২. বুখারী, কিতাবু করযিল হামস, বাবু কওলুল্লাহি তায়ালা..., ২/৩৪৮, হাদীস নং- ৩১১৮।
৩. তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, বাবু মাজা ফি আহাযুল মালি (তাঃ৪১), ৪/১৬৫, হাদীস নং- ২৩৮১।

www.dawateislami.net

শরীরের জন্য হালকা এবং মিযানে ভারী আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে কোন নসীহত করুন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাকে সুন্দর চরিত্র অবলম্বন এবং চুপ থাকার নসীহত করছি, এই দু'টি আমল শরীরের জন্য হালকা এবং মিযানে অনেক ভারী হয়ে থাকে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ৩য় অংশ, ২/২৬৫, হাদীস নং-৮৪০২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ষোলশহর মোড়, ও.আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৭৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net